দৈনিক
ইনকিলাব

তাং ... 12 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আইলা দুর্গত এলাকায় এখনও খোলেনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কালিগঞ্জ (সাতক্ষীরা) থেকে রবিউল ইসলাম

সাতক্ষীরার সুন্দরবনাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস আইলার ৪ মাস অতিবাহিত হলেও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীরা এখনও সরকারি সাহায্য পায়নি। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শেষ হয়ে বার্ষিক পরীক্ষা আসন্ন হলেও ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীরা বই-পুস্তক সংগ্রহ করতে পারেনি অর্থাভাবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম রফিকুজ্জামান ইনকিলাবকে জানান, গত ২৫ মে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের ছোবলে শ্যামনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ৪০টি, কম ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ৩২টি, আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ১৪টি, সম্পূর্ণ আংশিক বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৫টি মোট ৮৫টি। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ১২ হাজার ৪১৮ জন ও মাদ্রাসা পর্যায়ে ১২ হাজার ৩৭৪ জনসহ মোট ২৪ হাজার ৭৯২ জন ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তর মিলিয়ে এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীর তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে কর্তৃপক্ষের নিকট। সর্বশেষ ২৩ জুলাই ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে বলে শিক্ষা অফিসার জানান। আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন গাবুরা, পদ্মপুকুর, মুন্সিগঞ্জ, আটুলিয়া, বুড়িগোয়ালিনী, কাশীমারী, ঈশ্বরীপুরসহ অন্যান্য ইউনিয়ন। এসকল ইউনিয়নের মধ্যে গাবুরা ও পদ্মপুকুর ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ এখনো বাঁধা সম্ভব হয়নি। ফলে ইউনিয়নের মধ্যে এখনো জোয়ার-ভাটা খেলছে। এ কারণে গাবুরা ও পদ্মপুকুর ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন বন্ধ রয়েছে। গাবুরা দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা ইসহাক আলী জানান, মাদ্রাসার মেঝেতে পানি থাকার কারণে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পদ্মপুকুর ঝাপা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পুলিন চন্দ্র মন্ডল জানান, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণের অসুবিধা হলো জলোচ্ছ্বাসে স্কুলের ৬৫/৭০টি বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল পানিতে ভেসে গেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের বসার সমস্যা। তিনি আরো জানান, জোয়ারের সময় স্কুলের মধ্যে ৪/৫ ফুট পানি বৃদ্ধি পায়। সুন্দরবন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত কুমার বৈধ্য জানান, বিদ্যালয়টি আইলায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। এখন পর্যন্ত সরকারি কোন সাহায্য পায়নি গাবুরা ও পদ্মপুকুর। আটুলিয়া, কাশিমারী, বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহু ছাত্রছাত্রীর বই-পুস্তক ভেসে গেছে।